দৈনিক সুখনীড় সমাচার

সত্য প্রকাশে আপোষহীন (কমিটির অনুমোদনক্রমে)

ঢাকা · সুখনীড় টাওয়ার বর্ষ ১ · সংখ্যা ১৩ মূল্য: বিনামূল্যে, তবে সার্ভিস চার্জ বকেয়া

প্রধান সংবাদ

নিজের বিয়ের তারিখ দাওয়াতপত্র থেকে জানলেন কনে, বরের নামের ঘরে "যথাসময়ে"

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · শনিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়ার (২২) বিয়ের দাওয়াতপত্র ছাপা হয়েছে। কার্ডে তারিখ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর।

ছাপার খরচ তহবিলের বিবাহ খাত থেকে অগ্রিম পরিশোধ করেছেন কোষাধ্যক্ষ ও কনের বাবা আব্দুল মান্নান (৫২)। তিনি জানান, ছুটির সময় কমিউনিটি সেন্টার ছাড় দেয়।

প্রথম কার্ড পেয়েছেন আজীবন সদস্য করিম বক্সী (৫৫)। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপহারের খাম কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেন।

একটি কার্ড দেওয়া হয়েছে কনেকেও। বিয়ের তারিখ তিনি এই কার্ড থেকেই জানতে পারেন।

কার্ডে বরের নামের স্থানে লেখা রয়েছে "যথাসময়ে"। কোষাধ্যক্ষ স্বীকার করেছেন, বরের নাম তিনিও জানেন না। কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া তার মুখস্থ।

কনেকে দেওয়া কার্ডটি আপ্যায়ন খাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন

চালের দাম বৃদ্ধি এড়াতে "আগের চাল" কিনে বেশি দাম দিলেন আজীবন সদস্য

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · রবিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০

রাজধানীতে চালের দাম কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বাড়ার খবরে বাড়তি দামে চাল না কেনার সিদ্ধান্ত নেন সমিতির আজীবন সদস্য করিম বক্সী (৫৫)।

স্থানীয় মুদি দোকানে তিনি "আগের দামের" চাল চান। দোকানি তাকে পুরান চাল দেন। বাজারে পুরান চালের দাম নতুন চালের চেয়ে বেশি।

রসিদ দেখে বিষয়টি তাকে জানান ভবনের গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫)। জবাবে আজীবন সদস্য বলেন, পুরান মানেই আগের।

রাতের খাবারে তিনি প্লেটে একটি দানাও রাখেননি। কারণ হিসেবে বলেছেন, দামি জিনিস।

প্রতিবেদন

বিয়ের "হারানো শর্ত" পাওয়া গেল নিরাপত্তাকর্মীর খাতায়: কনে রাজি কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়ার (২২) বিয়ের যে শর্তটি এতদিন কারো মনে ছিল না, সেটি পাওয়া গেছে ভবনের নিরাপত্তাকর্মীর পকেটের খাতায়।

নিরাপত্তাকর্মী জানান, পাত্রের বাবা সভাপতির বাসা থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার আগে চালককে বলেন, মেয়েটি রাজি কিনা তা জিজ্ঞেস করে নেওয়ার কথা তিনি বলে এসেছেন। সভাপতির বসার ঘরে তখন আপ্যায়ন চলছিল।

রোববার রাতে কনে নিজে গেটে এসে পাতাটি পড়েন। পড়ার জন্য কোনো অর্থ নেওয়া হয়নি। ছবি তোলার জন্য আলাদা মূল্য নির্ধারিত ছিল। কনে ছবি তোলেননি।

সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) বলেছেন, গেটে বলা কথা সমিতির রেকর্ডে যায় না। খাতাটি অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে।

নিরাপত্তাকর্মী পাতার কোনা ভাঁজ করে রেখেছেন।

প্রতিবেদন

টিকিট না পেয়ে ছাদে "গ্রামের বাড়ি", স্টেশনে অপেক্ষায় ছিলেন মামা

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · বুধবার, ২১ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০

পূজার টানা পাঁচ দিনের ছুটিতে পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার ঘোষণা ফেসবুকে দিয়েছিলেন পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮)।

বাস ও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি। টিকিট কাউন্টারে তিনি একবার ফোন করেছিলেন, লাইন ব্যস্ত ছিল।

পরে ভবনের ছাদে একটি পাটি, একটি হারিকেন ও তার মায়ের লাউগাছের টব নিয়ে "গ্রামের বাতাস" ক্যাপশনে ছবি প্রকাশ করেন তিনি। ছবিটি তার মা বিভিন্ন গ্রুপে পাঠান।

সন্ধ্যায় গ্রাম থেকে তার মামা ফোন করে জানতে চান তারা কবে পৌঁছাবেন, তিনি স্টেশনে আসবেন। মকবুল হোসেন জানান, তারা পৌঁছে গেছেন।

ছুটির সময় খাবার নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বারবার ছাদে উঠেছেন তার স্ত্রী রোকসানা (৪৩)। লিফট বন্ধ ছিল।

সকালে নামার সময় স্ত্রী বহন করেন পাটি, বালিশ ও টব। মকবুল হোসেন বহন করেন হারিকেন।

প্রতিবেদন

বিবাহ কমিটির সভায় "বিবিধ" অংশে কনের এক শব্দ: "না"

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০

বিবাহ বাস্তবায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভায় এজেন্ডার শেষ অংশ "বিবিধ" পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছেছে। এবার সিঙ্গারা বেশি আনা হয়েছিল।

সভায় তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) প্রথমবার উপস্থিত ছিলেন। আগের সভার সময় তিনি সিঁড়িতে ছিলেন। তাকে বসতে দেওয়া হয় একটি প্লাস্টিকের চেয়ারে, যেটি মকবুল হোসেনের (৪৮) পার্কিংয়ের।

সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) তার লিখিত মতামত জানতে চান। তার ফোনে পাঁচটি খসড়া ছিল। তিনি কোনোটি খোলেননি। তিনি বলেন, "না"।

এ সময় সভাপতির ফোনে একটি কল আসে। সভাপতি পরে জানান, পাত্রের বাবাও না বলেছেন। তিনি একে "প্রথমবারের মতো দুই পক্ষের ঐকমত্য" এবং কমিটির সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে, "বিবিধ নিষ্পত্তি"। কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২) জানিয়েছেন, কমিটি বিলুপ্ত হয়নি, এর নতুন নাম বিবাহ স্থগিত বাস্তবায়ন কমিটি। তহবিল কোষাধ্যক্ষের কাছেই থাকছে।

সভার কোনো ভিডিও নেই। কনের ফোন পুরো সময় তার পকেটে ছিল।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কনের মতামত বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকায়, বিক্রেতাও জানেন না

শনিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়ার (২২) মতামত জানতে চাইলে বাসিন্দাদের কাছ থেকে দুইশো টাকা নিচ্ছেন ভবনের গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫)। পূজা উপলক্ষে মূল্য দেড়শো টাকা।

মতামতটি কী, তা তিনি নিজেও জানেন না বলে স্বীকার করেছেন। কনেকে এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করেননি।

বরের নামের ঘর ফাঁকা কার্ডকেই "সবচেয়ে সুন্দর" বললেন কবি

রবিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

বিয়ের দাওয়াতপত্র নিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ করেছেন ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদ (৩৪)। তার মতে, যে বর এখনো আসেননি, কার্ডে তাকেই সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

কবির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জানান, কবি তিনি নিজেই।

নিরপেক্ষতা রক্ষায় কাচ্চির পক্ষে মত দিলেন কমিটির সদস্য

সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

বিবাহ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য মকবুল হোসেন (৪৮) জানিয়েছেন, নিরপেক্ষতার কারণে তিনি মেনুতে কাচ্চি চেয়েছেন।

তার ব্যাখ্যা, তেহারি চাইলে তাকে কোষাধ্যক্ষের পক্ষের লোক মনে করা হতো।

ছুটিতে রান্না দ্বিগুণ, গৃহকর্তার পরামর্শ "একটু রেস্ট নাও"

মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

পূজার টানা ছুটিতে পরিবারের সবাই বাসায় থাকায় রান্না দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন পঞ্চম তলার গৃহিণী রোকসানা (৪৩)।

তার স্বামী মকবুল হোসেন (৪৮) তাকে ছুটিতে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি জানতে চান, খিচুড়ি কখন হবে।

বরের নাম "যথাসময়ে সাহেব", ষাটজনকে জানালেন প্রবীণ বাসিন্দা

বুধবার, ২১ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

দাওয়াতপত্রে বরের নামের ঘরে লেখা "যথাসময়ে" শব্দটিকে বরের নাম হিসেবে ষাটজনকে জানিয়েছেন পঞ্চম তলার প্রবীণ বাসিন্দা আম্মা (৭৫)।

তার মতে, নামটি ভালো এবং পুরান দিনের।

ছুটিতে ছাদের "গ্রাম" থেকে বারবার নিচে চা খেতে নামছেন বাসিন্দা

বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

পূজার ছুটিতে ছাদে "গ্রামের বাড়ি" যাওয়া পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮) বারবার নিচে নামছেন বলে জানিয়েছেন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী।

নিরাপত্তাকর্মীর ভাষ্য, তিনি চা খেতে নামেন।

কার্ডের তারিখে কমিউনিটি সেন্টারে আজীবন সদস্য, গেট বন্ধ

শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

দাওয়াতপত্রে উল্লেখিত তারিখে পাঞ্জাবি পরে কমিউনিটি সেন্টারে যান সমিতির আজীবন সদস্য করিম বক্সী (৫৫)। গেট বন্ধ ছিল।

বিয়ে হয়নি বলে তিনি সেখানে জানতে পারেন। উপহারের খাম তিনি আগেই কোষাধ্যক্ষকে দিয়েছিলেন। তিনি তা ফেরত চাননি। তার ভাষ্য, দাওয়াত তো পেয়েছিলেন।

সম্পাদকীয়

যথাসময় প্রসঙ্গে

ভবনে কার্ড বিলি শুরু হইছে। কেউ কেউ জানতে চাইছেন কার্ডে কিছু তথ্য নাই কেন। তথ্য আছে। কিছু তথ্য যথাসময়ে আসবে।

যথাসময় একটা সুন্দর শব্দ। এই শব্দ দিয়া সমিতি অনেক কিছু সামলাইছে: ডিজেলের হিসাব, সোলারের বাতি, ছাদের চাবি। কোনোটা নিয়া পরে আর প্রশ্ন ওঠে নাই।

কেউ বলবেন, কনের মতামত কই। মতামত এজেন্ডায় আছে, বিবিধ অংশে। বিবিধ শেষে থাকে, কারণ শেষেরটাই আসল। আসল জিনিস তাড়াহুড়া কইরা হয় না।

উপহার যারা আগেই দিছেন, তাদের ধন্যবাদ। আগে দেওয়া উপহার কখনো দেরি হয় না।

আনোয়ার চৌধুরী
সম্পাদক ও প্রকাশক · সভাপতি, সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতি

আবহাওয়া

শরতের আকাশ। দিনে রোদ, রাতে পাশের পাড়ার ঢাক। ছুটিতে রাস্তা ফাঁকা থাকবে, ভবনের লিফট আগের মতোই ফাঁকা, কারণ বন্ধ।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় লেখা হয়েছিল "বিবিধ পরবর্তী সভায়"। সঠিক হবে "বিবিধ যথাসময়ে"। সভা ও সময় এক জিনিস না।

বিজ্ঞাপন ও টু-লেট

- বরের নাম আবশ্যক, একটি ছাপানো কার্ডের জন্য। জায়গা রাখা আছে।
- কমিউনিটি সেন্টার, ছুটির ছাড়ে। রেট কোষাধ্যক্ষের মুখস্থ, দ্বিতীয় তলায় যোগাযোগ করুন।
- মতামত পাওয়া যায়, পূজার অফারে। বিক্রেতা নিজে জানেন না। রান্নাঘরে খোঁজ করুন।

দৈনিক সুখনীড় সমাচার একটি ব্যঙ্গ রচনা। এটি কোনো বাস্তব সংবাদপত্র নয়। সব চরিত্র, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা কাল্পনিক। ছবিগুলো কম্পিউটারে তৈরি, কোনো বাস্তব ব্যক্তির ছবি নয়।